আঙুর ফল টক' বলে সুনিধিকে চরম কটাক্ষ নেহা কক্করের

বাংলা আজ যা ভাবে

নয়া জামানা

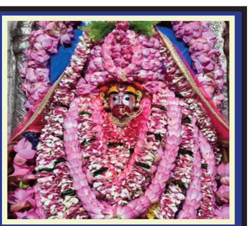

কৌশিকী অমাবস্যায় ভক্তদের ঢল নামতে চলেছে তারাপীঠে

২২ ভাদ্র ।। ১৪৩৩।। বুধবার ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৫৭৮ সংখ্যা ।। ৮পাতা

ওড়িশার জঙ্গলে বিরল ওরাংওটাং! ঘনাচ্ছে আন্তর্জাতিক পাচার চক্রের রহস্য

বিপর্যয়ের মধ্যেই কাঁপল মাটি, বিধ্বস্ত নেপালে এবার ভূমিকম্প!

তোলাবাজির ঘুণ ধরছে দলে, সামনে পুরভোটও! সরকার-সংগঠন সমন্বয় মজবুতে বঙ্গ সফরে নীতিন নবীন

রেলে ৩ নয়া প্রকল্পে অনুমোদন মোদী মন্ত্রিসভার

উপকৃত হবে বাংলাসহ ৫ রাজ্য

নয়া জামানা ঃ দেশের রেল পরিকাঠামোকে নতুন রূপ দিতে এবং ট্রেনের গতি ও সময়ানুবর্তিতা বাড়াতে একগুচ্ছ বড় প্রকল্পের অনুমোদন দিল কেন্দ্র। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ক্যাবিনেট কমিটি অন ইকোনমিক অ্যাফেয়ার্স-র বৈঠকে ভারতীয় রেলের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ও দীর্ঘ প্রতীক্ষিত প্রকল্পে সবুজ সংকেত দেওয়া হয়েছে।তিনটি সুবিশাল রেল প্রকল্পের বিস্তৃতি ঘটবে দেশের পাঁচটি রাজ্যের ১৪টি জেলা জুড়ে- পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ এবং ছত্তিসগড়। এই মেগা প্রকল্পের জন্য সার্বিক ব্যয় ধরা হয়েছে ১০,৭৮৩ কোটি টাকা।এই সিদ্ধান্তের ফলে রেলের লাইন ক্যাপাসিটি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে, যার জেরে ট্রেন চলাচলের গতি বাড়ার পাশাপাশি রেলের কর্মদক্ষতা ও যাত্রী পরিষেবার নির্ভরযোগ্যতাও জোরদার হবে। ব্যস্ততম রুটগুলোতে ভিড় ও জট কমিয়ে নির্বিঘ্নে দ্রুত ট্রেন চালানোই এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য। প্রধানমন্ত্রীর নিউ ইন্ডিয়া ও আত্মনির্ভর ভারত ভাবনার অংশ হিসেবেই এই সিদ্ধান্তকে দেখা হচ্ছে, যা অঞ্চলে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করবে।অনুমোদিত তিনটি প্রকল্প হল,খড়গপুর-ঝারসুগুড়া (বাগদেহি) রুটে চতুর্থ রেললাইন, কাটনি-পেন্ড্রা রোড রুটে চতুর্থ রেললাইন এবং বিলাসপুর (উসলাপুর)-পেন্ড্রা রোড রুটে তৃতীয় রেললাইন।সম্পূর্ণ পরিকল্পনাটি পিএম গতি শক্তি জাতীয় মাস্টার প্ল্যান-এর অধীনে সমন্বিত ভাবনা ও অংশীদারদের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে রূপায়িত হচ্ছে, যার লক্ষ্য মাল্টি-মোডাল কানেক্টিভিটির মাধ্যমে দ্রুত পণ্য ও যাত্রী পরিবহণ নিশ্চিত করা। প্রকল্প শেষ হলে রেল নেটওয়ার্ক প্রায় ৬৫৬ কিলোমিটার বৃদ্ধি পাবে এবং এর সরাসরি সুফল পাবে প্রায় ৪,৭৯০টি গ্রামের প্রায় ৫৬ লক্ষ মানুষ।এই সম্প্রসারণ তারাতারিণী মন্দির, শ্রীক্ষেত্র জগন্নাথ মন্দির, বান্ধবগড় ব্যাঘ্র প্রকল্প, বিরাটেশ্বর মন্দির, অমরকণ্টক মন্দির, জ্বালেশ্বর ধাম, আচানকমায়ার ব্যাঘ্র প্রকল্পসহ একাধিক ঐতিহাসিক পর্যটন ও পুণ্যস্থানে পৌঁছনো সহজ করে তুলবে।

গেরুয়া অসম্মান বরদাস্ত নয়

যাদবপুরের মঞ্চ থেকে হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর

নয়া জামানা ঃ বাংলার মাটিতে দাঁড়িয়ে গেরুয়ার অসম্মান কোনওভাবেই মেনে নেওয়া হবে না বলে স্পষ্ট বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। কাশ্মীর মাঙ্গে আজাদির মতো দেশবিরোধী স্লোগানও চলবে না বলে জানিয়ে দেন তিনি। বুধবার গেরুয়া সম্মান যাত্রা শেষে যাদবপুরের এইট বি বাসস্ট্যান্ডে মঞ্চে দাঁড়িয়ে এই শপথ নেন মুখ্যমন্ত্রী। গেরুয়াকে অপমানকারীদের শিকড়-সহ উপড়ে ফেলার চরম হুঁশিয়ারিও দেন তিনি।মুখ্যমন্ত্রী বলেন,আমি শপথ নিয়েছি এই যাদবপুরে, যেখানে সেন্টার অফ এক্সিলেন্স, যেখানে ঋষি অরবিন্দের ভূমি, এখানে কাশ্মীর মাঙ্গে আজাদি গ্যাংকে আর কিষাণজিকে রেড স্যালুট দেওয়া লোকেদের, আর যারা গেরুয়া তাণ্ডব লিখেছেন, তাদের শিকড়-সহ উপড়ে ফেলব আমি। বাম ও তৃণমূল সরকারকে পর্যুদস্ত করার প্রসঙ্গ টেনে তিনি আরও বলেন, ২০১১ সালে কমিউনিস্ট সরকারকে সরানোর পণ করেছিলেন, আর মোদির নেতৃত্বে ছাব্বিশে জামাতি সরকারকে সরানোরও পণ করেছিলেন, যা মানুষের সহযোগিতায় বাস্তবায়িত হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীচৈতন্য ও প্রণবানন্দের ভূমিতে থাকার আহ্বান জানিয়ে তিনি তিনবার উচ্চারণ করেন, গেরুয়াই হবে।গোলপার্ক থেকে এইট বি বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত মিছিলের নেতৃত্ব দেন মুখ্যমন্ত্রী নিজে। শঙ্খধ্বনি ও উলুধ্বনিতে গোটা যাদবপুর গেরুয়াময় হয়ে ওঠে। গেরুয়া ধ্বজা হাতে পথ হাঁটেন বহু সাধু-সন্ত। মিছিলে মুখ্যমন্ত্রীর পাশে দেখা যায় পরিবহণ মন্ত্রী তাপস রায়কে, উপস্থিত ছিলেন যাদবপুরের বিজেপি বিধায়ক শর্বরী মুখোপাধ্যায়ও। শুভেন্দু অধিকারীর পাশেই হাঁটেন পদ্মশ্রী কার্তিক মহারাজ। যাদবপুরে পৌঁছে সকলে বন্দে মাতরম গানে অংশ নেন, এরপরই মঞ্চ থেকে দেশবিরোধীদের উদ্দেশে কড়া বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী।

শপথ গ্রহণে আবেগঘন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগে

নয়া জামানা,কলকাতা ঃ বম্বে হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব সামলে এবার পূর্ব থেকে সরাসরি পশ্চিমে এলেন রবীন্দ্র ভি ঘুগে। বুধবার কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসাবে শপথ নেন তিনি এবং মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে বক্তৃতার সময়ে আইনি পরিভাষার বদলে নিজের জীবনসংগ্রামের কথাই তুলে ধরেন তিনি, হয়ে পড়েন আবেগপ্রবণ।অধ্যাপক বাবা ভিত্তাল রাও ঘুগের কথা স্মরণ করে তিনি জানান, ছেলেবেলায় বাড়ি থেকে চার মাইল দূরের স্কুলে প্রতিদিন সাইকেলে যাতায়াত করতেন। ল কলেজে ভর্তির পর সঙ্গী হয় একটি বাইক, সাড়ে সাতটা বছর যার সঙ্গে ঝড়ঝঞ্ঝা পেরিয়েছেন তিনি। মজার ছলে বলেন, বাইক চালানোর সময়ে অবশ্যই হেলমেট পরতেন।১৯৯০ সালে আইনজীবী হিসেবে প্র্যাকটিস শুরুর সময়েই বিয়ে করেন তিনি। স্ত্রী বর্ষার কথা উল্লেখ করে বলেন, সাইকেলের সিট থেকে হাইকোর্টের সেন্টার চেয়ার পর্যন্ত এই যাত্রা তাঁর গণতন্ত্রের প্রতি প্রতিজ্ঞারই বহন। প্রয়াত মায়ের আত্মত্যাগের কথাও স্মরণ করেন আবেগে।জুনিয়রদের উদ্দেশে বার্তা দিয়ে বলেন, কঠোর পরিশ্রম, অধ্যাবসায় ও ডেডিকেশনই এই পেশার একমাত্র শর্ত। জানান, এথিক্সে কোনও সমঝোতা নয়। বার কাউন্সিলরদের প্রতি তাঁর বার্তা,আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধান করে বিচারের দরজা খোলা রাখতে হবে এবং বকেয়া মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির দিকে নজর দিতে হবে।

মেলেনি প্রতীক

নির্দল হিসাবেই উপনির্বাচনে লড়ার প্রস্তুতি ঋত তৃণমূলের

নয়া জামানা,কলকাতা ঃ রেজিনগর এবং নন্দীগ্রাম-রাজ্যের এই দুই গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রের উপনির্বাচনে এবার মুখোমুখি লড়াইয়ে নামতে চলেছে তৃণমূল কংগ্রেসের দুই শিবির। কালীঘাটপন্থী তৃণমূল যে ঘাসের উপর জোড়াফুল প্রতীকে দুই কেন্দ্রেই প্রার্থী দেবে, তা আগে থেকেই স্পষ্ট ছিল। এবার আনুষ্ঠানিকভাবে উপনির্বাচনে লড়াইয়ের কথা জানিয়ে দিল ঋতব্রত-শিবিরের তৃণমূলও।বুধবার সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্য বিধানসভায় আসল তৃণমূলের মুখ্য সচেতক আখরুজ্জামান জানান, দুই কেন্দ্রেই তাঁদের দল প্রার্থী দেবে। প্রার্থীদের নাম চাওয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট জেলা নেতৃত্বের কাছে এবং স্থানীয় ব্যক্তিরাই প্রার্থী হবেন। আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করা হবে বলে জানান তিনি।আখরুজ্জামান স্পষ্ট জানিয়েছেন, তাঁরা অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের নামেই লড়াই করবেন এবং প্রার্থীরা মনোনয়নপত্রে ঘাসের উপর জোড়াফুল প্রতীকের কথাই উল্লেখ করবেন। তবে নির্বাচন কমিশন যদি শেষ পর্যন্ত অরূপ রায়ের নেতৃত্বাধীন তাঁদের তৃণমূলকে প্রতীক বরাদ্দ না করে, তাহলে প্রার্থীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে নির্দল হয়ে কমিশন-নির্ধারিত প্রতীকেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।তৃণমূলের প্রকৃত মালিকানা নিয়ে বিতর্ক এখনও নির্বাচন কমিশনের বিচারাধীন। কালীঘাট শিবিরের দাবি, কমিশনের নথিতে এখনও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই দলের চেয়ারপার্সন হিসেবে নথিভুক্ত। ঋতব্রত-শিবিরের প্রতীক সংক্রান্ত আবেদন এখনও মীমাংসিত হয়নি, ফলে ওই বিতর্কের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত কালীঘাট-শিবিরের প্রার্থীদের প্রতীক পেতে অসুবিধা হবে না বলেই মনে করা হচ্ছে। সেই বাস্তবতা মাথায় রেখেই বিকল্প কৌশল হিসেবে নির্দল হিসেবে লড়ার প্রস্তুতিও সেরে রাখছে ঋতব্রত-শিবির।

নেপালের বন্যায় সবচেয়ে বেশি বিপন্ন মহিলারাই

ঝুঁকিতে ১.৬ লক্ষ নারীর জীবন

নেপালের ভয়াবহ হড়পা বানে প্রায় ১.৬ লক্ষ নারীর জীবন ঝুঁকিতে। বন্যার পর তাঁদের সামনে কী কী স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, খাদ্য ও জীবিকার সংকট তৈরি হয়েছে? রাষ্ট্রপুঞ্জের সতর্কবার্তা অনুযায়ী, নারীদের সুরক্ষায় কী পদক্ষেপ জরুরি?নেপালের হড়পা বান ও বন্যার ছবি যত সামনে আসছে, ততই স্পষ্ট হচ্ছে এই বিপর্যয়ের ভয়াবহতা। ঘরবাড়ি, রাস্তা, সেতু, বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে মানুষের জীবন;কিছুই রক্ষা পায়নি প্রকৃতির এই তাণ্ডব থেকে। কিন্তু এই বিপর্যয়ের আর একটি দিক রয়েছে, যা হয়তো ধ্বংসস্তূপের ছবির আড়ালে চাপা পড়ে যাচ্ছে। তা হলো, বন্যায় সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির মুখে পড়েছেন নারীরা। রাষ্ট্রপুঞ্জের সংস্থা ইউএন উইমেনের হিসেব বলছে, নেপালের রাসুয়া ও নুওয়াকোট জেলায় প্রায় ১ লক্ষ ৫৭ হাজার ৫০ জন নারী এই বন্যায় সরাসরি বা পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। ধাদিং জেলাতেও আরও বহু নারী এই বিপর্যয়ের শিকার। সব মিলিয়ে সংখ্যাটা প্রায় ১ লক্ষ ৬০ হাজার।২৬ অগাস্ট নেপালের পাহাড়ি এলাকায় আচমকাই নেমে এসেছিল ভয়াবহ হড়পা বান। ভোতে কোশি এবং ত্রিশূলী নদীর আশপাশের বিস্তীর্ণ এলাকা মুহূর্তের মধ্যে জল ও কাদার স্রোতে ভেসে যায়। পাহাড়ি এলাকায় এই ধরনের হড়পা বান এমনিতেই অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। কারণ সাধারণ বন্যার মতো এখানে মানুষের হাতে প্রস্তুতির জন্য খুব বেশি সময় থাকে না। কয়েক মিনিটের মধ্যে নদীর জল কয়েক মিটার বেড়ে গিয়ে বাড়িঘর, রাস্তা, সেতু, গাড়ি, বিদ্যুৎ প্রকল্প;সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে। এবারের বিপর্যয়ও তার ব্যতিক্রম হয়নি।বন্যার পর উদ্ধারকাজ শুরু হলেও পরিস্থিতি এখনও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয়নি। বহু মানুষ নিখোঁজ।

হাজার হাজার মানুষ ঘরছাড়া। খাদ্য ও পানীয় জলের সংকট তৈরি হয়েছে। স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যাহত হয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ায় দুর্গত এলাকায় ত্রাণ পৌঁছনোও কঠিন হয়ে উঠেছে। ৩১ অগাস্টের প্রতিবেদনে নেপালে মৃতের সংখ্যা ৯০০ ছাড়িয়ে যাওয়ার কথাও উঠে এসেছে, যদিও উদ্ধারকাজ চলতে থাকায় সংখ্যাটি আরও বদলাতে পারে।এই ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যেই ইউএন উইমেন মহিলাদের নিয়ে বিশেষ সতর্কবার্তা দিয়েছে।

সমাজে আগে থেকেই যে বৈষম্য রয়েছে, দুর্যোগের সময়ে তা আরও গভীর হয়ে ওঠে। যে মহিলা স্বাভাবিক সময়েই অর্থনৈতিক ভাবে পরিবারের উপর নির্ভরশীল, দুর্যোগের পরে তাঁর নিজের প্রয়োজনের কথা বলার সুযোগ আরও কমে যায়। যে মহিলা বাড়িতে শিশু, বয়স্ক মানুষ বা অসুস্থ পরিবারের সদস্যের দেখভাল করেন, বিপর্যয়ের সময় সেই দায়িত্ব আরও বেড়ে যায়।বন্যার পরে সবচেয়ে জরুরি হয়ে ওঠে খাবার এবং নিরাপদ পানীয় জল। কিন্তু সেই জল সংগ্রহের দায়িত্ব অনেক ক্ষেত্রেই মহিলাদের উপরেই পড়ে। বন্যায় যখন বাড়ির কাছের জলের উৎস আর জল পাওয়া যায় না, তখন তাঁদের আরও দূরে গিয়ে জল সংগ্রহ করতে হয়। তাতে যেমন শারীরিক পরিশ্রম বাড়ে, তেমনই নিরাপত্তার ঝুঁকিও তৈরি হয়।শুধু খাবার বা জলের সমস্যা নয়, স্বাস্থ্য পরিষেবাও বড় চিন্তার বিষয়। বন্যায় স্বাস্থ্যকেন্দ্র ক্ষতিগ্রস্ত হলে বা যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে গর্ভবতী মহিলা, সদ্য মা হওয়া মহিলা কিংবা নিয়মিত ওষুধের প্রয়োজন রয়েছে এমন মহিলাদের সমস্যা সবচেয়ে বেশি হয়।

পাশাপাশি শৌচাগার, স্যানিটারি সামগ্রী এবং নিরাপদ আশ্রয়ের অভাবও তৈরি হয়। ত্রাণশিবিরে পর্যাপ্ত আলাদা জায়গা বা নিরাপদ স্যানিটেশন ব্যবস্থা না থাকলে নারীদের দুর্ভোগ আরও বেড়ে যায়।এর সঙ্গে রয়েছে আরও ভয়ঙ্কর একটি আশঙ্কা;হিংসা ও শোষণের ঝুঁকি। বাড়িঘর ভেসে গেলে মানুষকে অস্থায়ী আশ্রয়ে থাকতে হয়। পরিবারের সদস্যরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে পারেন। আয়-রোজগারের পথ বন্ধ হয়ে যায়। এই অবস্থায় নারীরা পাচার, যৌন হেনস্থা, শারীরিক নির্যাতন এবং নানা ধরনের শোষণের ঝুঁকিতে পড়তে পারেন। ইউএন উইমেনও জানিয়েছে, বন্যার পরে মহিলাদের বিরুদ্ধে হিংসা, পাচার ও শোষণের আশঙ্কা বেড়ে যায়।তাছাড়া ত্রাণ পেতে হলে অনেক সময় প্রশাসনের কাছে নাম নথিভুক্ত করতে হয়, পরিচয়পত্র দেখাতে হয় বা নির্দিষ্ট আবেদনপদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়। কিন্তু প্রত্যন্ত পাহাড়ি এলাকায় বসবাসকারী বহু মহিলা এই প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানেন না। ইউএন উইমেনের হিসাব অনুযায়ী, রসুয়া, নুওয়াকোট, ধাদিং, গোরখা ও চিতওয়ান;এই জেলাগুলিতে প্রায় প্রতি তিনজন মহিলার মধ্যে একজন নিরক্ষর। ফলে ত্রাণের খবর জানা, সরকারি সহায়তার জন্য নথিভুক্ত হওয়া কিংবা নিজের অধিকার অনুযায়ী সাহায্য চাওয়া তাঁদের পক্ষে আরও কঠিন হয়ে পড়ে।ইউএন উইমেন জানিয়েছে, বাগমতীর প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ পরিবারের প্রধান মহিলা।

তাঁদের মধ্যে আবার এক-তৃতীয়াংশ পরিবার এমন, যারা ইতোমধ্যেই আর্থিক চাপের মধ্যে থাকা রেমিট্যান্স বা বিদেশে কর্মরত পরিবারের সদস্যদের পাঠানো টাকার উপর নির্ভরশীল। বন্যায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হলে বা পরিবারের উপার্জনকারী সদস্য নিখোঁজ হলে এই পরিবারগুলি আরও অসহায় হয়ে পড়ে।তাই কোথায় খাবার পৌঁছল, কতগুলি বাড়ি ভাঙল কিংবা কতজনকে উদ্ধার করা হল;এই হিসাবের পাশাপাশি দেখতে হবে নারীরা কী অবস্থায় রয়েছেন।

তাঁরা নিরাপদে রয়েছেন কি না, প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরিষেবা পাচ্ছেন কি না, শিশুদের দেখ।শোনার জন্য প্রয়োজনীয় সাহায্য মিলছে কি না, শৌচাগার ও স্যানিটারি সামগ্রী রয়েছে কি না;এসব প্রশ্নও সমান গুরুত্বপূর্ণ।মহিলাদের নেতৃত্বে পরিচালিত ইউএন উইমেনের ‘কমিউনিটি কিচেন’র মাধ্যমে দুর্গত মানুষের কাছে খাবার পৌঁছে দেওয়ার

পাশাপাশি মহিলাদের নিজেদের নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ তৈরি করা হচ্ছে। এর ফলে জরুরি খাদ্য সহায়তার পাশাপাশি মহিলাদের জীবিকা ও দীর্ঘমেয়াদি পুনর্বাসনের পথও তৈরি হতে পারে।এই পরিস্থিতিতে ইউএন উইমেন প্রায় ২০ লক্ষ ডলারের জরুরি সাহায্যের আবেদন জানিয়েছে।

সেই অর্থ মহিলাদের খাদ্য, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা এবং পুনর্বাসনের কাজে ব্যবহার করার কথা। বিশেষ করে যারা ঘর হারিয়েছেন অথবা হিংসা, পাচার ও শোষণের ঝুঁকিতে রয়েছেন, তাঁদের দিকে আলাদা করে নজর দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। সৌ ঃ ইন্সক্রিপ্ট ডট মি।

ক্যামাক স্ট্রিট কাণ্ডে ফের ডেরেককে জিজ্ঞাসাবাদ

নয়া জামানাঃ ক্যামাক স্ট্রিটে কলকাতা পুরসভার বিলবোর্ড খোলাকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট অশান্তির ঘটনায় মঙ্গলবার ফের শেক্সপিয়র সরণি থানায় হাজিরা দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও ব্রায়েন। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার তাঁকে তলব করল পুলিশ। সকাল ১১টা ১৫ মিনিট নাগাদ থানায় পৌঁছে টানা প্রায় সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হন তিনি এবং বিকেল ৫টা নাগাদ থানা থেকে বেরিয়ে আসেন। এর আগের দিন, সোমবার একই মামলায় থানায় হাজিরা দিয়েছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্তসহায়ক সুমিত রায়।ঘটনার সূত্রপাত গত ২৭ অগস্ট, যখন ক্যামাক স্ট্রিটে বিপজ্জনকভাবে ঝুলে থাকা তৃণমূলের একটি বিশাল বিলবোর্ড সরাতে যান পুরসভার বিজ্ঞাপন বিভাগের

ক্যামাক স্ট্রিটে কলকাতা পুরসভার বিলবোর্ড খোলাকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট অশান্তির ঘটনায় মঙ্গলবার ফের শেক্সপিয়র সরণি থানায় হাজিরা দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও ব্রায়েন। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার তাঁকে তলব করল পুলিশ

আধিকারিকরা। অভিযোগ, ওই অবৈধ বিলবোর্ড অপসারণের সময় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর অনুগামীরা সরকারি কাজে বাধা দেন, যার জেরে পুলিশ ও পুরকর্মীদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি বাধে এবং মহিলা পুলিশকর্মীদের হেনস্থার অভিযোগও ওঠে।এই ঘটনায় শেক্সপিয়র সরণি থানায় মোট তিনটি পৃথক এফআইআর দায়ের হয়েছে একটি পুলিশের স্বতঃপ্রণোদিত অভিযোগ, দ্বিতীয়টি পুরসভার আধিকারিকের এবং তৃতীয়টি পার্ক স্ট্রিট থানার এক সার্জেন্টের। সব কটি মামলাতেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডেরেক ও ব্রায়েন-সহ একাধিক তৃণমূল নেতার নাম রয়েছে।গত ২ সেপ্টেম্বর পুলিশের দায়ের করা মামলার ভিত্তিতে প্রথমবার ডেরেককে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল। মঙ্গলবার পুরসভার সুনির্দিষ্ট লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁকে ফের সমন পাঠানো হয়। পুলিশের দাবি, ঘটনার সময় সোশ্যাল মিডিয়ায় সরাসরি সম্প্রচারিত ভিডিও-সহ যথেষ্ট প্রমাণ তাদের হাতে রয়েছে। আগাম লিখিত নোটিস না দেখানো নিয়ে তৈরি হওয়া অচলাবস্থায় পুলিশের প্রবেশাধিকার ঘিরে উত্তেজনার মধ্যেই পরিস্থিতি সামলাতে ঘটনাস্থলে হাজির হয়েছিলেন ডেরেক ও ব্রায়েন।

নবান্নে প্রশাসনে রদবদল একাধিক দফতরে নয়া সচিব

নয়া জামানাঃ রাজ্য প্রশাসনে ফের বড়সড় রদবদল ঘটল। এদিন নবান্নের তরফে জারি করা এক নির্দেশিকায় কৃষি, দমকল, ভূমি ও ভূমি সংস্কার-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দফতরের সচিব পর্যায়ে বদল আনা হয়েছে।

পাশাপাশি অর্থ এবং কর্মিবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার দফতরেও নতুন করে দায়িত্ব বণ্টন করা হয়েছে। নবান্ন সূত্রে খবর, প্রশাসনিক কাজে গতি আনতে ও কাজের সুবিধার্থেই এই পদক্ষেপ।কৃষি দফতরের প্রধান সচিব পদে এতদিন দায়িত্বে ছিলেন ওঙ্কার সিং মীনা। নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী তাঁকে সরিয়ে দমকল ও জরুরি পরিষেবা দফতরের প্রধান সচিব করা হয়েছে। কৃষি দফতরের নতুন সচিব হলেন দেবী প্রসাদ করণম, যিনি এতদিন অর্থ দফতরের সচিব পদে ছিলেন।ভূমি ও ভূমি সংস্কার এবং উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন দফতরের প্রধান সচিব সুরেন্দ্র গুপ্তাকে কর্মিবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার দফতরের প্রধান সচিবের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

তবে পুরনো দুই দফতরের অতিরিক্ত দায়িত্বও তিনি আগের মতো সামলাবেন।অর্থ দফতরের রেজিস্ট্রেশন ও স্ট্যাম্প রেভিনিউ কমিশনার তথা ইন্সপেক্টর জেনারেল পবন কাদিয়ানকে অর্থ দফতরের সিনিয়র স্পেশাল সেক্রেটারি করা হয়েছে। এর পাশাপাশি তাঁকে ট্রেজারিজ অ্যান্ড অ্যাকাউন্টসের ডিরেক্টর এবং পেনশন, প্রভিডেন্ট ফান্ড ও গ্রুপ ইন্স্যুরেন্সের ডিরেক্টরের অতিরিক্ত দায়িত্বও দেওয়া হয়েছে, সঙ্গে রেজিস্ট্রেশন ও স্ট্যাম্প রেভিনিউ কমিশনারের দায়িত্বও বহাল থাকছে তাঁর হাতে।

অপসারিত যাদবপুরের রেজিস্ট্রার সেলিম বক্স মণ্ডল দায়িত্বে দেবজিৎ দত্ত

নয়া জামানাঃ আগামী অক্টোবরের শেষে অবসরগ্রহণের কথা থাকলেও তার মাস দেড়েক আগেই আচার্য তথা রাজ্যপালের সিদ্ধান্তে অপসারিত হলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার সেলিম বক্স মণ্ডল। আগামী ছয় মাসের জন্য এই দায়িত্ব সামলাবেন ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক দেবজিৎ দত্ত। একই সঙ্গে ফিনান্স অফিসার পদে নিয়োগ করা হয়েছে ইন্দ্রজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়কে।যাদবপুর মানেই যেন আন্দোলন আর বিতর্কের ইতিহাস। দিন পনেরো আগে জিবি মিটিংকে কেন্দ্র করে বাম ছাত্র সংগঠন ও এবিভিপির সংঘাতে উত্তাল হয়ে ওঠে ক্যাম্পাস। সেই ঘটনা নিয়ে মন্তব্য করেছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও, যাদবপুরকে দেশবিরোধী দের আখড়া বলেও কটাক্ষ করেছিলেন তিনি। ওই অশান্তির সময় শাসকদল ঘনিষ্ঠ অধ্যাপকদের নিশানায় ছিলেন রেজিস্ট্রার সেলিম বক্স মণ্ডল, তাঁর বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন অনেকেই। তার কয়েক দিনের মধ্যেই এবার তাঁকে অপসারণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হল।রাজ্যপাল তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য আর এন রবির তরফে উচ্চশিক্ষা দফতরে এই সংক্রান্ত নির্দেশিকা পাঠানো হয়, যেখানে বদলির কারণও উল্লেখ করা হয় বলে খবর। পরবর্তীতে উচ্চশিক্ষা দফতর অপসারণের নির্দেশ পাঠায় বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং সেখানেই নতুন রেজিস্ট্রার ও ফিনান্স অফিসার নিয়োগের কথা জানানো হয়। নতুন রেজিস্ট্রার হিসেবে নাম ঘোষণা করা হয় ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক দেবজিৎ দত্তের, যিনি আপাতত ছয় মাস এই দায়িত্ব সামলাবেন। ফিনান্স অফিসার পদে দায়িত্ব পেয়েছেন ইন্দ্রজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়।

শপিং মলে অগ্নি-সুরক্ষা অভিযান ২৯ মলে পুলিশ-দমকল হানা

নয়া জামানাঃ হোটেল, রেস্তরাঁ ও গেস্ট হাউসের পর এবার কলকাতার অভিজাত শপিং মলগুলিতে অগ্নি-সুরক্ষা অভিযান চালাল পুলিশ ও দমকল। সাউথ সিটি মল, পার্ক স্ট্রিটের পতাকা হাউস এবং অ্যাক্রোপলিস মলের মতো বিভিন্ন শপিং মলে বুধবার সকাল থেকে হানা দেন দমকল ও পুলিশ আধিকারিকরা। চলছে ব্যাপক অডিট।অভিযানে খতিয়ে দেখা হচ্ছে মলগুলির অগ্নি-সুরক্ষা বিধি ব্যবস্থা এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র সঠিক রয়েছে কি না। পাশাপাশি আপৎকালীন পরিস্থিতিতে জরুরি সিঁড়ি ব্যবহারযোগ্য অবস্থায় আছে কি না, তাও পরীক্ষা করে দেখছেন আধিকারিকরা।দুর্গাপুজোর বাকি মাত্র

হোটেল, রেস্তরাঁ ও গেস্ট হাউসের পর এবার কলকাতার অভিজাত শপিং মলগুলিতে অগ্নি-সুরক্ষা অভিযান চালাল পুলিশ ও দমকল।

৩৮ দিন। পুজোর মরসুমে এই শপিং মল এবং সেখানকার রেস্তরাঁ ও ফুড কোর্টগুলিতে ব্যাপক ভিড় জমে। তার আগেই অগ্নি-সুরক্ষা ব্যবস্থার হাল, দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের নিরাপদে বেরনোর পথ এবং নিয়মবিধি মানা হচ্ছে কি না, সবটাই খতিয়ে দেখছেন পুলিশ ও দমকল কর্তারা। সূত্রের খবর, শহরের মোট ২৯টি শপিং মলে চলছে এই অভিযান।নিউ মার্কেট এলাকার মির্জা গালিব স্ট্রিটের ১৫এইচ নম্বর ভবনে অবস্থিত আবাসিক হোটেল শিখা ইন-এ অগ্নিকাণ্ডে ৯ জনের মৃত্যু হয়েছিল। সেই ঘটনার পরই হোটেল, রেস্তরাঁ ও গেস্ট হাউসগুলির অগ্নি-সুরক্ষা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে বিশেষ দল গঠন করা হয়। ওই দলের রিপোর্ট নবান্নে জমা পড়ার পর শহরের ৯১৯টি হোটেল-গেস্ট হাউসের লাইসেন্স বাতিল করে রাজ্য সরকার। তারই ধারাবাহিকতায় বুধবার সকাল থেকে শহরের বিভিন্ন শপিং মলে অগ্নি-সুরক্ষা যাচাইয়ে অভিযান চালাল পুলিশ ও দমকল।

৯১৯ গেস্ট হাউসে কলকাতা পুরসভার ক্লোজ নোটিশ

. উৎসবের মরশুম শুরুর মুখেই কলকাতার হোটেল ও গেস্ট হাউসগুলির বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নিল কলকাতা পুরসভা। নিউমার্কেট এলাকার সাম্প্রতিক ঘটনার পর শহরজুড়ে ট্রেড লাইসেন্স, অগ্নিনিরাপত্তা ও প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র খতিয়ে দেখতে বিশেষ সমীক্ষা চালানো হয়। পুরসভা সূত্রে খবর, গত সোমবার পর্যন্ত ৯৬০টি গেস্ট হাউসে সমীক্ষা চালিয়ে ৯১৯টিকে ক্লোজ নোটিস দেওয়া হয়েছে। পুর প্রশাসক স্মিতা পাণ্ডে জানান, সমীক্ষায় অধিকাংশ গেস্ট হাউসের অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থায় গুরুতর ত্রুটি ধরা পড়েছে। পাশাপাশি বৈধ ট্রেড লাইসেন্স ও প্রয়োজনীয় অনুমোদন ছাড়াই বেশ কিছু হোটেল চলছিল। সম্ভাব্য অগ্নিকাণ্ড বা দুর্ঘটনা এড়াতেই এই পদক্ষেপ বলে পুরসভার দাবি।তবে উৎসবের মরশুমের কথা মাথায় রেখে সংশোধনের সুযোগ রাখা হয়েছে।

অগ্নিনিরাপত্তা ব্যবস্থা ত্রুটিমুক্ত করা এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দিয়ে আবেদন করলে শর্তসাপেক্ষে ফের ব্যবসা চালুর অনুমতি মিলতে পারে।নিউ মার্কেটের ঘটনার জেরে একাধিক হোটেলকে শো-কজ করা হয়েছিল। সন্তোষজনক জবাব না মেলায় ১১টি হোটেল বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আবাসিকদের বের করে দিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সময়সীমাও বেঁধে দেওয়া হয়েছে।স্বাস্থ্যবিধি রক্ষায় রাজ্যজুড়ে খাদ্য সুরক্ষা দফতরের অভিযানও চলছে। হোটেল, রেস্তরাঁ ও দোকান মিলিয়ে ৫৪৩৯টি কেন্দ্রে পরিদর্শনে ৪৭২২টিতে গুরুতর অনিয়ম ধরা পড়েছে। সংগ্রহ করা হয়েছে ২৭৫৮টি খাদ্যনমুনা। ৯৮টি প্রতিষ্ঠানের পণ্য বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে।

সম্পাদকীয়

৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ।। মঙ্গলবার

ফের বৃষ্টির ভ্রূকুটি, প্রশ্নে প্রস্তুতি

বর্ষা কি তবে বিদায়ের নামই নিচ্ছে না? ভাদ্রের তৃতীয় সপ্তাহেও আকাশের মুখ ভার। কখনও ঝমঝম বৃষ্টি, কখনও মেঘলা আকাশ, আবার কখনও রোদের ফাঁকে আচমকা বজ্রবিদ্যুৎ;এই অনিশ্চিত আবহাওয়াই এখন বাংলার নিত্যসঙ্গী। তার মধ্যেই বঙ্গোপসাগরে ফের নিম্নচাপের সম্ভাবনা নতুন করে উদ্বেগ বাড়াচ্ছে।আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী শুক্রবার উত্তর-পশ্চিম ও পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগরে একটি নতুন নিম্নচাপ তৈরি হতে পারে। মৌসুমি অক্ষরেখাও সক্রিয়। ফলে বৃষ্টির দাপট যে খুব সহজে কমছে না, তারই ইঙ্গিত মিলছে। নিম্নচাপটি যদি আরও শক্তিশালী হয়ে স্থলভাগের দিকে এগিয়ে আসে, তাহলে পরিস্থিতি আরও বদলে যেতে পারে।ইতিমধ্যেই দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি হয়েছে। পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় বিশেষ নজরদারির প্রয়োজন। অন্য জেলাগুলিতেও দমকা হাওয়া, বজ্রবিদ্যুৎ এবং বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। কলকাতাও এই পরিস্থিতির বাইরে নয়। রোদ উঠলেও মুহূর্তে বদলে যেতে পারে আকাশের চেহারা।

আর এখানেই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন;আমরা কি শুধুই বৃষ্টির পূর্বাভাস শুনব, নাকি আগাম প্রস্তুতিও নেব?কারণ বৃষ্টি মানেই শুধু স্বস্তি নয়। অতিবৃষ্টি হলে শহরে জলজট, গ্রামে জলমগ্নতা, নদীর জলস্তর বৃদ্ধি, রাস্তা ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিপর্যয়;সবকিছু একসঙ্গে সামনে আসতে পারে। উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে আশঙ্কা আরও বেশি। শুক্রবার থেকেই দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কালিম্পংয়ে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। শনিবার দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও জলপাইগুড়িতে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস পরিস্থিতির গুরুত্ব আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।প্রকৃতি বারবার সতর্ক করে। কখনও নদীর জল বাড়িয়ে, কখনও ভাঙন দিয়ে, কখনও জলমগ্ন রাস্তা দিয়ে। কিন্তু সেই সতর্কবার্তা থেকে শিক্ষা নেওয়ার দায়িত্ব মানুষেরও। প্রশাসনের উচিত নিচু এলাকা, নদী তীরবর্তী অঞ্চল এবং দুর্বল বাঁধগুলিতে নজরদারি বাড়ানো।বিপর্যয় মোকাবিলা ব্যবস্থাকে প্রস্তুত রাখতে হবে। একইসঙ্গে সাধারণ মানুষকেও অপ্রয়োজনে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় যাতায়াত এড়িয়ে চলতে হবে।আজকের দিনে আবহাওয়ার পরিবর্তন আর কেবল ঋতুর স্বাভাবিক খামখেয়ালিপনা নয়। জলবায়ুর পরিবর্তন, নগরায়ণ, নদীর স্বাভাবিক গতিপথে হস্তক্ষেপ;সব মিলিয়ে দুর্যোগের অভিঘাত ক্রমেই জটিল হচ্ছে। তাই বৃষ্টিকে ভয় নয়, বরং বৃষ্টির চরিত্র বুঝে প্রস্তুতি নেওয়াই সময়ের দাবি।আকাশে আবার মেঘ জমছে। বঙ্গোপসাগরও চোখ রাঙাচ্ছে। এখন দেখার, সেই বার্তা আমরা কতটা গুরুত্ব দিয়ে শুনি।বৃষ্টি আসবেই। প্রশ্ন একটাই;দুর্যোগ আসার আগেই কি আমরা প্রস্তুত ?

জীববিজ্ঞান ও চিকিৎসায় আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের নতুন ভূমিকা

ড.মোহাঃ আতাউল ইসলাম
ডিরেক্টর ও হেড অফ সায়েন্স
সিলিকোসায়েন্সিয়া প্রাইভেট লিমিটেড, বেঙ্গালুরু

কম্পিউটার শুনলে আমাদের মনে আসে অঙ্ক কষা, গেম খেলা কিংবা টাইপ করার কথা। আর জীববিজ্ঞান বলতে আমরা বুঝি গাছপালা, কোষ কিংবা মানুষের শরীর। দীর্ঘদিন এই দুটিকে সম্পূর্ণ আলাদা দুই ক্ষেত্র বলে ধরা হত, যাদের একে অন্যের সঙ্গে বিশেষ যোগ নেই। কিন্তু গত কয়েক বছরে এই দুই ক্ষেত্র একসঙ্গে কাজ করতে শুরু করেছে, আর তার ফলে চিকিৎসা ও প্রাণের বিজ্ঞান সম্পর্কে আমাদের ধারণা ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে। আজ সহজ ভাষায় সেই যোগসূত্রের কথাই একটু আলোচনা করব।

এই যোগসূত্রের মূল জায়গাটি আগে বোঝা দরকার। আমাদের শরীর অসংখ্য ছোট ছোট উপাদান দিয়ে তৈরি। প্রতিটি কোষের ভেতরে থাকে এক ধরনের সংকেত, যাকে আমরা ডিএনএ বলি। এই ডিএনএর মধ্যেই লেখা থাকে আমাদের শরীর গড়ে ওঠার সমস্ত নির্দেশ। সেই নির্দেশ অনুযায়ী শরীর তৈরি করে প্রোটিন নামের কিছু উপাদান, যারা শরীরের প্রায় সব কাজ সামলায়। খাবার হজম করা থেকে রোগের সঙ্গে লড়াই, বেশিরভাগ কাজের ভারই এই প্রোটিনের উপর। অর্থাৎ প্রাণ এক অর্থে একটি ভাষায় লেখা তথ্যের ভান্ডার। আর তথ্যের মধ্যে থাকা নিয়ম ও সম্পর্ক খুঁজে বের করায় কম্পিউটার বিশেষভাবে দক্ষ। এখানেই দুই ক্ষেত্রের সংযোগ তৈরি হয়েছে।এবার একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার কথা বলি। প্রোটিনগুলি আসলে শরীরের ভেতরের ছোট ছোট যন্ত্রের মতো কাজ করে। নিজের কাজ ঠিকমতো করার জন্য প্রতিটি প্রোটিন একটি নির্দিষ্ট আকৃতিতে নিজেকে গুটিয়ে নেয়, অনেকটা সুতো পাকিয়ে বিশেষ আকার নেওয়ার মতো। কোন প্রোটিন কী আকৃতি নেবে, তার উপরেই নির্ভর করে সে কী কাজ করবে। কিন্তু কেবল সংকেত দেখে আগে থেকে সেই আকৃতি নির্ণয় করা ছিল বিজ্ঞানের অন্যতম কঠিন সমস্যা।

বিজ্ঞানীরা প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে এই সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করেছেন। একটিমাত্র প্রোটিনের আকৃতি বের করতেই অনেক সময় কয়েক বছর লেগে যেত।এই পরিস্থিতিতে বড় একটি অগ্রগতি ঘটে। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) কাজে লাগিয়ে তৈরি একটি কম্পিউটার প্রোগ্রাম, যার নাম আলফাফোল্ড, এই আকৃতিগুলি প্রায় নির্ভুলভাবে অনুমান করতে সক্ষম হয়। এর আগে এই আকৃতি নির্ণয়ের জন্য বিজ্ঞানীদের বড় বড় যন্ত্র ও অনেক খরচের উপর নির্ভর করতে হত, যা সবার সাধ্যের মধ্যে ছিল না। অথচ যে কাজে আগে বছরের পর বছর লাগত, এই প্রোগ্রাম তা করে দিতে পারে মাত্র কয়েক মিনিটে। শুধু তাই নয়, এটি পৃথিবীতে জানা প্রায় সমস্ত প্রোটিনের, সংখ্যায় যা কুড়ি কোটিরও বেশি, আকৃতি নির্ণয় করে এবং সেই তথ্য সারা পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের জন্য বিনামূল্যে উন্মুক্ত করে দেয়। পঞ্চাশ বছরের একটি কঠিন সমস্যার সমাধান এভাবেই মেলে। বর্তমানে পৃথিবীর বহু দেশের লক্ষ লক্ষ গবেষক এই ব্যবস্থা কাজে লাগাচ্ছেন।

এই কাজের গুরুত্ব এতটাই যে ২০২৪ সালে তা নোবেল পুরস্কার পায়। সেই বছরটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, কারণ সে বছর পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়ন, দুটি নোবেলই যুক্ত ছিল আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ও বিজ্ঞানের সংযোগের কাজে। একটি পুরস্কার সম্মান জানায় সেইসব গবেষককে, যাঁরা এই প্রযুক্তির মূল ভিত গড়ে দিয়েছিলেন। আর একটি সম্মান জানায় তাঁদের, যাঁরা এই প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে প্রোটিনের গঠন বুঝেছেন এবং একেবারে নতুন প্রোটিন তৈরির পথও দেখিয়েছেন। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের সাহায্যে করা কোনও বৈজ্ঞানিক কাজ এর আগে এভাবে বিজ্ঞানের নোবেল পায়নি। এই স্বীকৃতি স্পষ্ট করে দেয় যে কম্পিউটার ও প্রাণের বিজ্ঞান এখন ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত।বিষয়টি কেবল প্রকৃতিকে বোঝার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বিজ্ঞানীরা এখন কম্পিউটার কাজে লাগিয়ে এমন প্রোটিনও তৈরি করতে পারছেন, যা আগে প্রকৃতিতে ছিল না। প্রয়োজন অনুযায়ী, নির্দিষ্ট কাজের জন্য তৈরি এইসব নতুন প্রোটিন থেকে ভবিষ্যতে আসতে পারে নতুন ওষুধ, উন্নত টিকা কিংবা দূষণ পরিষ্কার করার নানা উপায়। অর্থাৎ আমরা এখন কেবল প্রাণের তথ্য পড়ছি না, প্রয়োজনে নতুন কিছু তৈরি করার দিকেও এগোচ্ছি। শুধু প্রোটিন নয়, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আজ প্রাণবিজ্ঞানের আরও নানা ক্ষেত্রেও কাজে লাগছে। আমাদের ডিএনএর দীর্ঘ সংকেত বিশ্লেষণ করে এই প্রযুক্তি অনেক সময় বলে দিতে পারে কোন অংশে কী তথ্য আছে এবং কোন মানুষের কোন রোগের ঝুঁকি বেশি। শরীরের কোষ কীভাবে কাজ করে কিংবা রোগ কীভাবে ছড়ায়, এমন জটিল প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেও এটি বিজ্ঞানীদের সাহায্য করছে। নতুন টিকা দ্রুত তৈরি করা কিংবা চাষের উপযোগী ভালো ফসল বেছে নেওয়ার কাজেও এর ব্যবহার শুরু হয়েছে। চিকিৎসার নানা স্ক্যান বা ছবি বিশ্লেষণ করে রোগের চিহ্ন খুঁজে বের করার কাজেও আজ এই প্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে। অর্থাৎ প্রাণ নিয়ে আমাদের গবেষণার প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই প্রযুক্তি নতুন সহায়তা যোগ করছে।

এর প্রভাব আমাদের জীবনে যথেষ্ট গভীর হতে পারে।

বহু রোগ আসলে তখনই দেখা দেয়, যখন শরীরের কোনও একটি প্রোটিন ঠিকমতো কাজ করে না। তাই প্রোটিনের আকৃতি ও আচরণ বুঝতে পারলে রোগের প্রকৃত কারণ বোঝা অনেক সহজ হয়। যেমন কোনও ওষুধ শরীরের ঠিক কোন অংশকে লক্ষ্য করে কাজ করবে, তা আগে থেকে অনেকটা বোঝা সম্ভব হচ্ছে। এতে যেমন দ্রুত নতুন ওষুধ তৈরির পথ খোলে, তেমনই রোগ আগেভাগে নির্ণয় করা, জিন বুঝে চিকিৎসা করা কিংবা প্রতিটি রোগীর জন্য আলাদা চিকিৎসা ঠিক করার সম্ভাবনাও ধীরে ধীরে বাস্তব হয়ে উঠছে। ফলে যে ওষুধ তৈরিতে আগে বহু বছর ও বিপুল খরচ লাগত, তা কিছুটা দ্রুত ও কম খরচে সম্ভব হওয়ার আশা তৈরি হচ্ছে।এর আরও একটি ইতিবাচক দিক আছে। এই প্রযুক্তির অনেক কিছুই যেহেতু সবার জন্য বিনামূল্যে উন্মুক্ত করা হয়েছে, তাই ছোট গবেষণাগার কিংবা কম সম্পদের দেশের বিজ্ঞানীরাও আজ এটি কাজে লাগাতে পারছেন।

যে জ্ঞান একসময় শুধু বিপুল অর্থ ও বড় যন্ত্রপাতির নাগালে সীমাবদ্ধ ছিল, তা এখন অনেক বেশি মানুষের কাছে পৌঁছচ্ছে। গবেষণার সুযোগ এভাবে ছড়িয়ে পড়া বিজ্ঞানের জন্য নিঃসন্দেহে একটি বড় লাভ। এর ফলে সুযোগ আর কেবল অল্প কিছু মানুষের হাতে আটকে থাকছে না। তবে বাস্তবতা মাথায় রাখাও জরুরি। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স যা জানায়, তা মূলত একধরনের অনুমান ও পরামর্শ। সেই অনুমান প্রকৃত গবেষণাগারে পরীক্ষা করে এবং অভিজ্ঞ চিকিৎসকের যাচাইয়ের মধ্য দিয়ে নিশ্চিত করার আগে চোখ বন্ধ করে বিশ্বাস করা উচিত নয়। এই প্রযুক্তি আসলে একটি শক্তিশালী সহায়ক, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নয়। মানুষের ধৈর্য, বিচারবুদ্ধি ও সততা ছাড়া বিজ্ঞান সঠিক পথে এগোতে পারে না। তাই আগ্রহের পাশাপাশি সতর্কতাও সমান জরুরি।বহু বছর ধরে মানুষ জানতে চেয়েছে, প্রাণ আসলে কীভাবে কাজ করে। আজ এই অনুসন্ধানে বিজ্ঞানীদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এক নতুন ধরনের সহায়ক, যা বিপুল পরিমাণ তথ্য থেকে শিখে নিতে পারে এবং এমন অনেক সম্পর্ক খুঁজে পায় যা সহজে চোখে পড়ে না।

প্রাণবিজ্ঞান ও এই প্রযুক্তির যৌথ পথচলা সবে শুরু হয়েছে। একে দায়িত্বের সঙ্গে ও সততার সঙ্গে কাজে লাগাতে পারলে ভবিষ্যতে বহু রোগের চিকিৎসা সহজ হতে পারে এবং এমন অনেক প্রশ্নের উত্তর মিলতে পারে, যা এতদিন আমাদের অজানা ছিল। সঠিক ব্যবহারই ঠিক করে দেবে এই সম্ভাবনা আমরা কতটা কাজে লাগাতে পারব।

বিদ্যাসাগর সম্মান পেয়ে অনন্য বার্তা

নয়া জামানা, মালদহ ঃ শিক্ষকতা ও সাংবাদিকতা;সমাজ গঠনের এই দুই গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য রাজ্য সরকারের মর্যাদাপূর্ণ 'বিদ্যাসাগর শিক্ষা গৌরব সম্মান-২০২৬' পেলেন মালদার কাদিরপুর কিরণময়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তনয় কুমার মিশ্র। কলকাতার নিউ টাউন কনভেনশন সেন্টার হলে শিক্ষক দিবসের বিশেষ অনুষ্ঠানে তাঁর হাতে উত্তরীয়, মানপত্র, স্মারক ও ২৫ হাজার টাকার আর্থিক সম্মাননা তুলে দেওয়া হয়। জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক মলয় মণ্ডল ও শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিকরা তাঁর এই অর্জনে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে জানান, শিক্ষা ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়ন ও সামাজিক দায়বদ্ধতারই উপযুক্ত স্বীকৃতি এই পুরস্কার। সম্মান পাওয়ার পর তনয় বাবু এক অনন্য ও মানবিক উদ্যোগের কথা ঘোষণা করেন। পুরস্কারের সম্পূর্ণ ২৫ হাজার টাকা তিনি গঙ্গা ভাঙনকবলিত এলাকার দুস্থ ও মেধাবী শিশুদের শিক্ষার খরচে ব্যয় করবেন। ভাঙন এলাকার বেছে নেওয়া পাঁচটি শিশুর শিক্ষাসামগ্রী ও পড়াশোনার যাবতীয় দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন তিনি।

মোথাবাড়ির গোসাইহাট প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্মজীবন শুরু করার পর ২০১৫ সালে কাদিরপুর কিরণময়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক পদে যোগ দেন তিনি। তাঁর উদ্যোগে বিদ্যালয়ে 'মায়ের আঁচল', 'মাতৃ বাহিনী' ও 'ব্যাকবেঞ্চার ডিজিটাল ক্লাসরুম'-এর মতো আধুনিক ও আনন্দময় শিক্ষাপদ্ধতি গড়ে ওঠে। বর্তমানে ২৬০ জন ছাত্রছাত্রী সমৃদ্ধ এই বিদ্যালয়ে ঝরে পড়ার হার শূন্যে নেমে এসেছে এবং গড়ে ৯০ শতাংশ উপস্থিতি বজায় থাকছে।শিক্ষকতার পাশাপাশি দীর্ঘদিন সাংবাদিকতাতেও যুক্ত ছিলেন তনয় মিশ্র। 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ' ও 'বর্তমান'-এর মতো সংবাদের পাতায় কাজ করার সময় মালদার গঙ্গা ভাঙন নিয়ে তাঁর ৫৮ কিস্তির অনুসন্ধানী প্রতিবেদন ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে, যা পরবর্তীতে আইআইটি খড়্গপুরের জার্নালেও প্রকাশিত হয়। এক হাতে চক-ডাস্টার আর অন্য হাতে কলম নিয়ে তাঁর এই নিরলস লড়াই এবং মানবসেবার প্রচেষ্টা আজ সমগ্র মালদা জেলার শিক্ষা ও সমাজ সচেতনতায় এক অনুপ্রেরণামূলক দৃষ্টান্ত তৈরি করেছে।

গঙ্গা ভাঙনে বিপর্যস্ত খাসকোল, ত্রাণ শিবিরে পৌঁছে পাশে থাকার বার্তা সেচ প্রতিমন্ত্রীর

নয়া জামানা, মালদহ ঃ মালদার ইংরেজবাজার ব্লকের মিলকি অঞ্চলের খাসকোল এলাকায় গঙ্গা নদীর ভয়াবহ রূপ চাক্ষুষ করলেন রাজ্যের সেচ ও জলপথ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী জোয়েল মুর্মু। বুধবার তিনি প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে ভাঙন কবলিত রবিদাস পাড়া সরজমিনে ঘুরে দেখেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ইংরেজবাজারের বিডিও রামিজ রাজা, মিলকি ফাঁড়ির ওসি তানবীর আজাদ এবং বিশিষ্ট সমাজসেবী নীলাঞ্জন দাস। এলাকার পাশাপাশি গঙ্গা ভাঙনে ভিটেমাটি হারিয়ে খাসকোল হাইস্কুলের সরকারি ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নেওয়া মানুষগুলির সার্বিক পরিস্থিতির খোঁজখবর নেন মন্ত্রী। কথা বলেন অসহায় মানুষদের সঙ্গে। এই সময় স্থানীয় বাসিন্দারা ভাঙন রোধে স্থায়ী

প্রতিরোধ গড়ে তোলা এবং গৃহহীনদের উপযুক্ত পুনর্বাসনের দাবি জানান। পরিস্থিতি পর্যালোচনা শেষে সেচ প্রতিমন্ত্রী জোয়েল মুর্মু জানান, গঙ্গার জলস্তর অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাওয়ায় ভাঙন পরিস্থিতি এমন মর্মান্তিক রূপ নিয়েছে। বর্ষার এই সময়ে দাঁড়িয়ে নদীর ভাঙন রুখতে স্থায়ী কাজ করা প্রযুক্তিগতভাবে সম্ভব নয়, তবে শুকনো মরশুম এলেই সেই স্থায়ী কাজ শুরু হবে। বর্তমানে ত্রাণ শিবিরে থাকা ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য পর্যাপ্ত খাবার ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। রাজ্য সরকার সম্পূর্ণভাবে দুর্গত মানুষজনের পাশে রয়েছে এবং তাঁদের সুরক্ষায় সমস্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।

নদীভাঙন ও বন্যায় জেরবার মালদা, উদ্ধারকাজে জোর দিতে আকাশপথে বিশেষ নজরদারি

নয়া জামানা, মালদহ ঃ গঙ্গা ও ফুলহর এই দুই নদীর জলস্তর বিপজ্জনকভাবে বাড়তেই মালদার বন্যা পরিস্থিতি অত্যন্ত আশঙ্কাজনক হয়ে উঠেছে। নদীর জলে রতুয়া ও মানিকচকের নদীসংলগ্ন বিস্তীর্ণ এলাকা ভেসে গেছে। বিশেষ করে গঙ্গার জল বিপদসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় জলমগ্ন হয়ে পড়েছে ভূতনি ও কাটাহা দিয়ারা এলাকা।

ইতোমধ্যে প্রায় ৫৯টি গ্রাম প্লাবিত হওয়ায় গৃহহীন বহু মানুষ। বসতবাড়ি, চাষের জমি ও রাস্তাঘাট জলের তলায় তলিয়ে যাওয়ায় হাজার হাজার মানুষ বাধ্য হয়ে চরম দুর্ভোগের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। বহু জায়গায় বিশুদ্ধ পানীয় জল ও খ াবারের সংকট দেখা দিয়েছে। পরিস্থিতির ভয়াবহতা খতিয়ে দেখ তে এবং দ্রুত ত্রাণ পৌঁছানোর উদ্যোগ হিসেবে একযোগে ময়দানে নেমেছে রাজ্য প্রশাসন। উদ্ধার ও ত্রাণকাজ জোরদার করতে সিভিল ডিফেন্সের ডিজি সঞ্জয় সিং, বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের প্রধান সচিব রাজেশ সিনহা, উত্তরবঙ্গের আইজি সুকেশ জৈন, নর্থ ইরিগেশন সার্কেলের সুপারিনটেনডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার দিগন্ত মাইতি, মালদার জেলা শাসক রাজনবীর সিং কাপুর এবং পুলিশ সুপার অনুপম সিং একযোগে হেলিকপ্টারে করে গোটা এলাকা আকাশপথে পরিদর্শন করেন।উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের এই দল প্লাবিত গ্রামগুলির প্রকৃত চিত্র, জলস্তরের গতিপ্রকৃতি এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সরেজমিনে খ তিয়ে দেখেছেন। দুর্গতদের কাছে কীভাবে দ্রুত ত্রাণ পৌঁছানো যায় এবং আটকে পড়া মানুষদের নিরাপদে সরিয়ে আনা যায়,

সে বিষয়ে একটি বিস্তারিত রিপোর্ট তৈরি করে রাজ্য সরকারের কাছে পাঠানো হচ্ছে। নদীগুলির জল আরও বাড়লে প্রশাসনিক প্রস্তুতি কেমন হবে, তা নিয়েও নজরদারি চালানো হচ্ছে।

ময়নাগুড়ি পুরান বাজারে পুলিশি অভিযান

তিনটি দোকান থেকে উদ্ধার বিপুল পরিমাণ নকল প্রসাধনী

রঞ্জন সাহা, নয়া জামানা, ময়নাগুড়িঃ ময়নাগুড়ি পুরান বাজারে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ নকল কসমেটিক্স সামগ্রী উদ্ধার করল পুলিশ ও প্রতিনিধি দল। বুধবার বাজারের বিভিন্ন প্রসাধনী দোকানে আচমকা হানা দিয়ে তিনটি দোকান থেকে ৩০০-রও বেশি নকল প্রসাধনী সামগ্রীর পাউচ ও প্যাকেট বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এই ঘটনায় জড়িত তিন জন প্রসাধনী ব্যবসায়ীকে আদালতে হাজিরার নির্দেশ দিয়ে নোটিশ ধরানো হয়েছে।

বাজেয়াপ্ত করা এই ভুয়ো সামগ্রী নিয়ে শুরু হয়েছে আইনি প্রক্রিয়া। কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী দীপ্তনীল হাজরা জানান, মুম্বাই হাইকোর্টের নির্দেশের ভিত্তিতেই ময়নাগুড়ি বাজারে গোপনে তদন্ত চালানো হচ্ছিল। বেশ কিছুদিন ধরে

এখানকার কিছু দোকানে ব্র্যান্ডেড কোম্পানির নামে নকল প্রসাধনী বিক্রি করা হচ্ছিল। সন্দেহজনক দোকানগুলি থেকে গোপনে প্রসাধনী সামগ্রী কিনে ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়। ল্যাব রিপোর্টে সেগুলি জাল ও নিম্নমানের প্রমাণিত হতেই এই আচমকা অভিযানের সিদ্ধান্ত

নেওয়া হয় ।অভিযোগকারী সংশ্লিষ্ট সংস্থার আধিকারিক, কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী দীপ্তনীল হাজরা এবং ময়নাগুড়ি থানার পুলিশের যৌথ দল যৌথভাবে এই তল্লাশি অভিযান চালায়। বাজার থেকে প্রচুর পরিমাণ নকল সামগ্রী জব্দ হওয়ায় স্থানীয় অন্য ব্যবসায়ীদের মধ্যেও তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

তবে সাধারণ মানুষের সুরক্ষার স্বার্থে এবং অসাধু ব্যবসা রুখতে আগামী দিনেও এই ধরনের কঠোর অভিযান লাগাতার চালানো হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ ও প্রতিনিধি দল।

নকল মদ চক্রে ফের গ্রেফতার বিধাননগরের বসু, বাজেয়াপ্ত ৩৮ লক্ষের সামগ্রী

নয়া জামানা, খড়িবাড়ি ঃ ফাঁসিদেওয়ার বিধাননগরের সহদরগছে এক ভুয়ো বিদেশি মদ তৈরির কারখানার হদিস পেল আবগারি দফতর। বাগডোগরা রেঞ্জের এই গোপন অভিযানে প্রায় ৩৮ লক্ষ টাকা মূল্যের মদ তৈরির উপকরণ ও সরঞ্জাম উদ্ধার হয়েছে। ঘটনার সাথে যুক্ত থাকার অভিযোগে বিশ্বজিৎ সরকার ওরফে বসু নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অভিযান চলাকালীন ঘটনাস্থল থেকে বিপুল পরিমাণ নকল বিদেশি মদ, মদ তৈরির জন্য রাখা রাসায়নিক ও নানা সামগ্রীর পাশাপাশি দুটি চার চাকার গাড়ি বাজেয়াপ্ত করেছেন আবগারি আধিকারিকরা। গাড়ি দুটি মূলত তৈরি মদ ও প্রয়োজনীয় কাঁচামাল পাচারের কাজে ব্যবহার করা হতো। তদন্তকারীদের সূত্রে জানা গিয়েছে,

ধৃত বিশ্বজিৎ সরকার আগে ফাঁসিদেওয়ার প্রাক্তন তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি কাজল ঘোষের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে আগেও বেআইনি কারবারের অভিযোগ ছিল, ২০২১ সালেও বিহারে মদ পাচারের মামলায় শিলিগুড়ি থেকে গ্রেফতার হয়েছিলেন তিনি। এই চক্রের পেছনে আর কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তির হাত রয়েছে কি না এবং রাজ্যজুড়ে এই নকল মদ কোথায় কোথায় সরবরাহ করা হতো, তা জানতে তদন্ত জারি রেখেছে আবগারি দফতর। ধৃত বসুকে ইতিমধ্যেই শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়েছে।

বর্ধমানে শুরু হচ্ছে শতাব্দী প্রাচীন স্মারক ও মুদ্রার বিশেষ প্রদর্শনী

সুজিত দত্ত, নয়া জামানা, বর্ধমানঃ নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির মেডেল, স্বাধীনতা সংগ্রামীর দুর্লভ চিঠিপত্র, শতাব্দী প্রাচীন 'দ্য স্টেটসম্যান' পত্রিকার কপি, ব্রিটিশ আমলের মুদ্রা ও বিরল ডাকটিকিট নিয়ে বর্ধমানে শুরু হতে চলেছে তিন দিনব্যাপী 'বর্ধমান কয়েন এক্সপো'। আগামী ১১, ১২ ও ১৩ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া এই প্রদর্শনীর মূল উদ্দেশ্য হল সাধারণ মানুষ ও নতুন প্রজন্মকে দেশের সমৃদ্ধ ইতিহাসের সঙ্গে সরাসরি পরিচয় করিয়ে দেওয়া। উদ্যোক্তা রবি সেবক জানান, এটি শুধু মুদ্রার প্রদর্শনী নয়, বরং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আগমন থেকে শুরু করে ব্রিটিশ শাসন ও স্বাধীনতার ইতিহাসের এক অনন্য টাইমলাইন। প্রদর্শনীর অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হলো অনলাইন ও অফলাইনে পুরনো কয়েন বা নোট বিক্রির নামে চলা আর্থিক প্রতারণা রোধে মানুষকে

সচেতন করা। সংগ্রাহকদের মতে, যেকোনো দুর্লভ বস্তু কেনার আগে তার সঠিক ইতিহাস ও প্রকৃত মূল্য যাচাই করা জরুরি। পাশাপাশি, বর্তমান তরুণ প্রজন্মকে স্মার্টফোনের ভার্চুয়াল জগৎ থেকে বের করে এনে দেশের ইতিহাস, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহী করে তুলতে চায় এই আয়োজন। সংগ্রাহকদের সংগৃহীত প্রতিটি মুদ্রার পেছনের সুনির্দিষ্ট সময় ও গল্পকে নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরে তাদের ইতিহাসের প্রতি উৎসুক করাই এই এক্সপোর মূল সাফল্য।

মাদারিহাটে নদী থেকে বেআইনি বালি-পাথর পাচার বানচাল, গাড়ি ফেলে উধাও চালক

নয়া জামানা, আলিপুরদুয়ার ঃ মাদারিহাটে নদী থেকে বেআইনিভাবে বালি ও পাথর (আরবিএম) পাচারের একটি চেষ্টা ব্যর্থ করে দিল আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশ। বুধবার মাদারিহাট থানার অন্তর্গত গাড়িখানা সংলগ্ন উত্তর রাঙ্গালিবাজনার সুখা নদী এলাকায় অভিযান চালিয়ে আরবিএম বোঝাই একটি ট্রাক্টর বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এদিন ওই এলাকায় জেলা পুলিশের একটি নজরদারি দল নিয়মিত টহল দিচ্ছিল। সেই সময় সুখা নদীর তীরবর্তী এলাকা থেকে অবৈধভাবে

নদীজাত খনিজ সম্পদ বোঝাই করে পাচারের চেষ্টা করছিল একটি ট্রাক্টর। পুলিশের টহলদারি গাড়িটিকে দূর থেকে দেখেই চালক ও তার সহযোগীরা গাড়িটি ঘটনাস্থলেই ফেলে রেখে চম্পট দেয়।পরবর্তীকালে পুলিশ কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে তল্লাশি চালান এবং বালি-পাথর বোঝাই ট্রাক্টরটি বাজেয়াপ্ত করে থানায় নিয়ে আসেন। পলাতক চালকসহ এই বেআইনি কারবারের সাথে যুক্ত বাকি অপরাধীদের খোঁজে ইতিময়ধ্যেই তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে পুলিশ। বেআইনিভাবে খনিজ সম্পদ উত্তোলনের দায়ে সংশ্লিষ্ট ট্রাক্টরটির বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে।

ময়নাগুড়িতে খাদ্য সুরক্ষা দপ্তর ও প্রশাসনের কড়া অভিযান

নয়া জামানা, ময়নাগুড়িঃ ময়নাগুড়ি ব্লকের ভোটপট্টি ও রাজারহাট এলাকায় খাবারের দোকান ও হোটেলে যৌথ অভিযান চালালো খ াদ্য সুরক্ষা দপ্তর, ব্লক প্রশাসন (বিডিও) এবং ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ। বুধবারের এই অভিযানে দেখা যায়, বহু হোটেলে নিয়ম ভেঙে রান্নার কাজে ব্যবসায়িক সিলিন্ডারের বদলে ব্যবহার করা হচ্ছিল ডোমেস্টিক বা গৃহস্থালির গ্যাস সিলিন্ডার। এছাড়া বিভিন্ন মিষ্টির দোকানে বারংবার একই তেল পুড়িয়ে সিঙ্গারা, পুরি সহ নানা খাবার ভাজা হচ্ছিল, যা স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। তদন্তে আরও উঠে আসে চরম অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের চিত্র, বেশ কিছু দোকানের খাবারের

মধ্যে মরা আরশোলাও পড়ে থাকতে দেখেন আধিকারিকরা। অভিযানকারী দল তাৎক্ষণিকভাবে সেইসব পচা ও অস্বাস্থ্যকর খাদ্যসামগ্রী ফেলে নষ্ট করে দেয় এবং বেআইনিভাবে ব্যবহৃত গৃহস্থালির গ্যাস সিলিন্ডারগুলি বাজেয়াপ্ত করে। এই ঘটনার পর এলাকার সমস্ত ব্যবসায়ী ও হোটেল মালিকদের খাদ্যের গুণমান বজায় রাখা এবং পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করার জন্য কড়া ভাষায় সতর্ক করা হয়েছে।

ভাতা চালুর দাবিতে দক্ষিণ দিনাজপুরে ইমাম ও মুয়াজ্জিনদের বিশেষ সভা

ভাতা চালুর দাবিতে দক্ষিণ দিনাজপুরে ইমাম ও মুয়াজ্জিনদের বিশেষ সভা

সাজাহান আলি, নয়া জামানা, পতিরাম ঃ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার লক্ষীপুর মসজিদ ও মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে অল বেঙ্গল ইমাম-মোয়াজ্জিন অ্যাসোসিয়েশন অ্যান্ড চ্যারিটেবল ট্রাস্টের উদ্যোগে এক বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ওয়াকফ বোর্ডের মাধ্যমে ইমাম ও মুয়াজ্জিনদের বন্ধ হয়ে যাওয়া ভাতা পুনরায় চালু করার জোরালো দাবি জানানো হয়। সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক মাওলানা

নিজামুদ্দিন বিশ্বাস জানান, অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া এই মানুষদের ভাতা বন্ধ হওয়ায় জীবনযাপন কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে। একই সঙ্গে গণতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে প্রতিবাদ জানানোর বার্তা দেওয়ার পাশাপাশি রাজ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও একতা বজায় রাখার জন্য মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর প্রতি আহ্বান জানানো হয়। সভায় কাজী নজরুল ইসলাম ও তাজাম্মুল ইসলামকে কনভেনার করে একটি নতুন জেলা কোর কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটি আগামী সপ্তাহ থেকে জেলার ৮টি ব্লকে ঘুরে ভাতা থেকে বঞ্চিত অসহায় পরিবারের খোঁজ নেবে এবং সমাজে সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার পরামর্শ দেবে।

অনাস্থা পরাস্ত, গোয়ালপোখরে পদ রক্ষা আনোয়ার-মাধুরির

মোহম্মদ আলম, নয়া জামানা, ইসলামপুরঃ দীর্ঘদিন ধরে চলা রাজনৈতিক টানাপোড়েনের অবসান ঘটিয়ে গোয়ালপোখর-২ পঞ্চায়েত সমিতিতে নিজেদের আসন বাঁচিয়ে রাখলেন তৃণমূলের সভাপতি আনোয়ার আলম এবং সহকারী সভাপতি মাধুরি বাইন।

বুধবারে অনুষ্ঠিত আস্থা ভোটে বিজয়ী হয়ে দু'জনেই স্বপদে বহাল রইলেন।

৩৩ জন সদস্যের

এই পঞ্চায়েত সমিতিতে সম্প্রতি এক সদস্যের প্রয়াণে বর্তমান শক্তি দাঁড়িয়েছে ৩২-এ। এদিনের আস্থা

ভোটে ২১ জন সদস্য উপস্থিত থেকে ভোটাভুটিতে অংশ নেন এবং বর্তমান নেতৃত্বের পক্ষে সমর্থন জানান।

স্বদলীয় একাংশের আনা অনাস্থা প্রস্তাবের পেছনে বিজেপির মদত ছিল বলে তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি। প্রবল রাজনৈতিক উত্তেজনার মাঝে পঞ্চায়েত সমিতি চত্বরে পুলিশি নিরাপত্তা ছিল আঁটসাঁট। তবে ভোটাভুটির ফল প্রকাশ্যে আসতেই স্বস্তি ফেরে শাসক শিবিরে।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 09-09-2026 22:50 Page 7

বেআইনি নির্মাণে জিরো টলারেন্স

অবৈধ নির্মাণ ভাঙ্গার নির্দেশ দিল্লি সরকারের

নয়া জামানাঃ দক্ষিণ দিল্লির সত্য নিকেতনে বহুতল ভেঙে পড়ে অন্তত সাতজনের মৃত্যুর পর নড়েচড়ে বসেছে দিল্লি সরকার। রাজধানীজুড়ে সমস্ত বেআইনি ও বিপজ্জনক নির্মাণ চিহ্নিত করে তা ভেঙে ফেলার স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা। মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন অব দিল্লিকে (এমসিডি) অবিলম্বে এই নির্দেশ কার্যকর করতে বলা হয়েছে।মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশিকায় কেবল ভবন ভাঙার কথাই বলা হয়নি, শহরজুড়ে গজিয়ে ওঠা সব পেয়িং গেস্ট (পিজি) আবাসন ও হোস্টেলে চিরুনি তল্লাশি ও কঠোর পরিদর্শনেরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এমসিডি-র শীর্ষ আধিকারিকদের এসি ঘরের আমলাতন্ত্র ছেড়ে সরাসরি মাঠে নেমে কাজ করতে বলা হয়েছে, এবং অভিযান চলাকালীন সিনিয়র অফিসারদের উপস্থিত থাকা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, সব

পিজি হোস্টেলের নথি খতিয়ে দেখতে হবে এবং যেখানে অবৈধ বা নকশাবহির্ভূত নির্মাণ মিলবে, সেখানে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে। পাশাপাশি পুরনো বিল্ডিং রেকর্ড পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে, ঠিক কার শাসনকালে এই অবৈধ নির্মাণ শুরু হয়েছিল এবং তৎকালীন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের ভূমিকা কী ছিল, যাতে দায় নির্ধারণ করা যায়।ভেঙে পড়া ভবনটি ত্যাগী ও সুধাংশু নামের দুই ব্যক্তিকে লিজ দেওয়া হয়েছিল। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, তাঁরা সেখানে হোস্টেল ডেজ নামে একটি পিজি পরিচালনা করছিলেন।ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনা করে ইতিমধ্যেই গাফিলতির অভিযোগে ব্যবস্থা নিয়েছে পুর প্রশাসন। সাউথ জোনের ডেপুটি কমিশনার রাকেশ কুমারসহ চারজন ইঞ্জিনিয়ারকে বিভাগীয় তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত সাসপেন্ড করা হয়েছে। এছাড়া জড়িত এক পরিবারের তিন সদস্যকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

ছাত্রকে নোটিশ

সুপ্রিম কোর্টের ভর্ৎসনার মুখে গ্রেটার নয়ডার জেলাশাসক

নয়া জামানা ঃ আন্দোলনকারী পড়ুয়াকে জবাবদিহি নোটিস পাঠিয়ে সুপ্রিম কোর্টের তীব্র ভর্ৎসনার মুখে পড়লেন গ্রেটার নয়ডার নির্বাহী জেলাশাসক। গত জুলাই মাসে প্রশ্নফাঁস ইস্যুতে ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি)-র বিক্ষোভে অংশ নেওয়ার জেরে এক ছাত্রকে ওই নোটিস পাঠানো হয়েছিল। ঘটনায় ক্ষুব্ধ প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত প্রশ্ন তোলেন, শীর্ষ আদালতের স্পষ্ট নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও কোন সাহসে জেলাশাসক এই পদক্ষেপ নিলেন।জানা গিয়েছে, দিল্লিতে সিজেপির বিক্ষোভে অংশ নেওয়ার কারণে গ্রেটার নয়ডার গৌতম বুদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র অক্ষত ত্রিপাঠীকে ৫ লক্ষ টাকার ব্যক্তিগত বন্ড জমা দেওয়ার নোটিস পাঠানো হয়। এই ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করে প্রধান বিচারপতি বলেন, ম্যাজিস্ট্রেট কীভাবে এই নোটিস জারি করতে পারলেন? আমাদের স্পষ্ট নির্দেশ ছিল, দেশের কোনও

শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে কঠোর বা দমনমূলক পদক্ষেপ নেওয়া যাবে না। একজন ম্যাজিস্ট্রেটের এমন দুঃসাহস হয় কী করে?বুধবার শীর্ষ আদালতে প্রবীণ আইনজীবী বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য মৌখিকভাবে বিষয়টি প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের বেঞ্চের সামনে তুলে ধরেন। তিনি জানান, নোটিসে অক্ষতকে আন্দোলনে যোগ দেওয়ার কারণ দর্শাতে বলা হয়, সঙ্গে বন্ড জমা দিতেও বলা হয়। পরে অবশ্য সেই নোটিস প্রত্যাহার করা হয়।প্রধান বিচারপতি জানান, স্পষ্ট নির্দেশ সত্ত্বেও নোটিস জারি হওয়ায় আদালত বিস্মিত। তিনি বলেন, আমাদের যুবাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী ও বিচারপতি ভি মোহনাকে নিয়ে গঠিত বেঞ্চ আইনজীবীর কাছে বিস্তারিত তথ্য চেয়েছে এবং গ্রেটার নয়ডা কর্তৃপক্ষের কাছেও ব্যাখ্যা তলব করা হবে বলে জানিয়েছেন।

দক্ষিণ চিন সাগরে ভারতের কৌশলী চাল

ব্রহ্মস-অংশীদারিত্বে চাপে চিন

নয়া জামানা ঃ দক্ষিণ চিন সাগর পেরিয়ে ভারত মহাসাগরের দিকে ক্রমশ এগোচ্ছে চিন। তাদের এই আগ্রাসী নীতিতে ক্ষুব্ধ আসিয়ানভুক্ত একাধিক দেশ। এই প্রেক্ষাপটে সরাসরি সামরিক সংঘাতে না জড়িয়েও কৌশলগতভাবে চিনকে ঘিরে ফেলার পথে হাঁটছে ভারত। ইতিমধ্যে আসিয়ানের তিনটি দেশ ভারতের সুপারসনিক ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র ব্রহ্মস কিনেছে, শীঘ্রই এই তালিকায় যুক্ত হতে পারে থাইল্যান্ডও। সম্প্রতি তাইওয়ান টকস-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এ কথা জানিয়েছেন অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট জেনারেল পিআর শংকর। তাঁর মতে, এই উদ্যোগ কেবল চিনকে লক্ষ্য করে নয়, বরং একটি শক্তিশালী আঞ্চলিক নিরাপত্তা কাঠামো গড়ে তোলার প্রচেষ্টা।অপারেশন সিঁদুরের সময় পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ব্রহ্মসের সক্ষমতা প্রত্যক্ষ করার পর বিশ্বজুড়ে

এই অস্ত্র কেনার আগ্রহ বেড়েছে। গত এক বছরে ভিয়েতনাম ও ইন্দোনেশিয়া ভারতের সঙ্গে চুক্তি করেছে, আর ২০২২ সালে ফিলিপিন্স প্রায় ৩৭৫ মিলিয়ন ডলার ব্যয়ে উপকূল-নিরাপত্তার জন্য ব্রহ্মস কেনে। মালয়েশিয়াও শীঘ্রই এই দলে যোগ দিতে পারে। এই সব দেশই দক্ষিণ চিন সাগরের তীরবর্তী এবং চিনা আগ্রাসনে বিরক্ত।শংকরের ভাষায়, এটি কোনও সামরিক জোট নয়, বরং চিনের সঙ্গে সামুদ্রিক বিবাদে জড়িত দেশগুলোর সঙ্গে ভারতের ক্রমবর্ধমান ব্রহ্মস-অংশীদারিত্বের নেটওয়ার্ক। বিশ্বের ২১ শতাংশ বাণিজ্য যে জলপথ দিয়ে চলে, সেই দক্ষিণ চিন সাগরের ৯০ শতাংশ নিজেদের বলে দাবি করে চিন, যার জেরে ভিয়েতনাম, ফিলিপিন্স, মালয়েশিয়া, ব্রুনাই ও তাইওয়ানের সঙ্গে বিরোধ চলছে।

দুর্নীতির অভিযোগে বিপাকে পিনারাই

এফআইআরের আর্জি ইডির

নয়া জামানা ঃ ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পরই দুর্নীতির অভিযোগে নতুন করে বিপাকে পড়লেন কেরলের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন। প্রবীণ সিপিএম নেতা, তাঁর মেয়ে টি বীণা এবং জামাই তথা সিপিআই(এম) নেতা পি এ মহম্মদ রিয়াসের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়েরের আর্জি জানিয়ে রাজ্য পুলিশের ডিজি-র কাছে চিঠি পাঠাল ইডি।কোচিন মিনারেলস অ্যান্ড রুটাইল লিমিটেড (সিএমআরএল)-কে কেন্দ্র করে আর্থিক অনিয়ম ও ঘুষ নেওয়ার অভিযোগের তদন্তের সূত্রেই এই পদক্ষেপ কেন্দ্রীয় সংস্থার। বিধানসভা নির্বাচনের আগে থেকেই বিজয়ন ও তাঁর মেয়ের উপর নজর রাখছিল

ইডি, একাধিকবার তল্লাশিও চালানো হয় বিভিন্ন ঠিকানায়। প্রাথমিক তদন্তের ভিত্তিতে ইডির বক্তব্য, বিজয়নের বিরুদ্ধে পৃথক এফআইআর দায়ের করা উচিত কেরল পুলিশের।রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রমেশ চেন্নিথালা জানিয়েছেন, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলা দাবি করে পাঠানো ইডির চিঠি খতিয়ে দেখবেন ডিজিপি। ইডির বিস্তারিত রিপোর্টে বলা হয়েছে, উদ্ধার হওয়া প্রমাণের ভিত্তিতে দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন-সহ প্রাসঙ্গিক ধারায় পৃথক মামলা রুজু করা প্রয়োজন, কারণ কিছু অপরাধ ইডির তদন্তের এক্তিয়ারের বাইরে পড়ে বলেই মত সংস্থার।মুখ্যমন্ত্রী ভি ডি সতীশন জানিয়েছেন, ইডির চিঠি খতিয়ে দেখার পরই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। যদিও সিপিএমের দাবি, গোটা বিষয়টি কংগ্রেস ও বিজেপির যোগসাজশ, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর ভাবমূর্তি কালিমালিপ্ত করে বামপন্থীদের চাপে ফেলার চেষ্টা চলছে।

হরমুজে মার্কিন ডুবো ড্রোন আটক, দাবি ইরানের

নয়া জামানা ঃ ইরান ও আমেরিকার মধ্যে চলমান যুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যে নতুন মোড়। হরমুজ প্রণালীর প্রবেশপথে মার্কিন একটি অত্যাধুনিক ডুবো ড্রোন আটক করার দাবি করেছে ইরানের ইসলামিক রেভলিউশনারি গার্ড কর্পস (আইআরজিসি)। মঙ্গলবার আইআরজিসি নৌবাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়, এক জটিল গোয়েন্দা ও সামরিক অভিযানে ভোররাতে হরমুজ প্রণালীর প্রবেশপথে মার্কিন সেনার সবচেয়ে আধুনিক, চালকবিহীন ও স্মার্ট সাবমেরিনগুলির একটি আটক করা হয়েছে।রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে সম্প্রচারিত বিবৃতিতে বলা হয়, এই স্মার্ট সাবমেরিনটি বিশ্বের অন্যতম উন্নত সাবসারফেস প্রযুক্তিতে তৈরি, যা ২০২৫ সালে মার্কিন নৌবহরে যুক্ত হয়েছিল। ইরানি সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, ডুবো যানটির মূল কাজের মধ্যে রয়েছে সমুদ্রতল ম্যাপিং, মাইন শনাক্তকরণ এবং সাবমেরিন তার ও পাইপলাইন পরিদর্শন। মার্কিন প্রতিরক্ষা সংস্থা আন্দুরিল নির্মিত এই যানটির নাম ডাইভ-এলডি, যার দৈর্ঘ্য প্রায় ১৯ ফুট।তবে আমেরিকা এই ঘটনাকে গুরুত্বহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছে। মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড (সেন্টকম) জানিয়েছে, নজরদারি চালানোর সময় ড্রোনটি এক দিনেরও বেশি আগে যান্ত্রিক ত্রুটির শিকার হয়। তাদের দাবি, এতে কোনো স্পর্শকাতর তথ্য বা শ্রেণিবদ্ধ (ক্লাসিফায়েড) সরঞ্জাম ছিল না। আন্দুরিলের এক মুখপাত্রও জানান, ডাইভ-এলডি বিপজ্জনক পরিবেশে কাজ করার জন্যই তৈরি, যেখানে যান হারানোর সম্ভাবনা প্রত্যাশিতই থাকে। গত ফেব্রুয়ারি মাসে যুদ্ধ শুরুর পর থেকে ইরান হরমুজ প্রণালী অবরুদ্ধ করে রেখেছে, যেখান দিয়ে বিশ্বের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস রপ্তানি হয়। পাল্টা আমেরিকাও ইরানি বন্দরে নিজস্ব অবরোধ চাপিয়েছে। প্রায় ছয় মাস পেরিয়ে যাওয়া এই সংঘাত এখনও কোনো সমাধানের পথে এগোয়নি।

মাঠের লড়াই

৯ সেপ্টেম্বর ।। ২০২৬

নয়া জামানা

আলকারাজকে হারিয়ে ইউএস ওপেনের সেমিফাইনালে শেলটন

নয়া জামানা ঃ আর্থার অ্যাশ স্টেডিয়ামে ঘটল বড় অঘটন। গতবারের চ্যাম্পিয়ন কার্লোস আলকারাজকে হারিয়ে ইউএস ওপেন ২০২৬-এর সেমিফাইনালে উঠলেন অষ্টম বাছাই বেন শেলটন। পাঁচ সেটের ম্যারাথন লড়াইয়ের নিষ্পত্তি হল পঞ্চম সেটের টাইব্রেকে, ফল ৬-৭ (৫-৭), ৬-১, ৬-৩, ১-৬, ৭-৬ (১০-৭)।স্থানীয় সময় রাত ১১টার পর শুরু হওয়া এই কোয়ার্টার ফাইনাল পাঁচ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে চলে এবং রাত ৩টার পরে শেষ হয়, যা টুর্নামেন্টের ইতিহাসে সবচেয়ে দেরিতে শেষ হওয়া ম্যাচ।কব্জির চোট কাটিয়ে ফেরার পর এটাই ছিল আলকারাজের প্রথম বড় টুর্নামেন্ট। তবে শেলটনের আগ্রাসী খেলার সামনে শেষরক্ষা হয়নি স্প্যানিশ তারকার। এর আগে কখনও আলকারাজকে হারাতে পারেননি শেলটন, ঘরের মাঠে অবশেষে সেই কাঙ্ক্ষিত জয় পেলেন তিনি।ম্যাচে বারবার পাল্টে গেছে ছবিটা। প্রথম সেট টাইব্রেকে জেতেন আলকারাজ, কিন্তু পরের দুই সেট সহজেই জিতে নেন শেলটন (৬-১, ৬-৩)। চতুর্থ সেটে দুর্দান্তভাবে ফিরে আসেন আলকারাজ, জেতেন ৬-১ গেমে। ফলে ম্যাচ গড়ায় পঞ্চম সেটে, যেখানে কেউই প্রতিপক্ষের সার্ভ ভাঙতে পারেননি এবং খেলা যায় ১০ পয়েন্টের টাইব্রেকে।টাইব্রেকে শুরুতে এগিয়ে গিয়েছিলেন আলকারাজ, কিন্তু ঘণ্টায় ১৪৬ মাইল গতির এক দুর্দান্ত সার্ভে ফিরে আসেন শেলটন। চাপের মুখে আলকারাজের একটি ফোরহ্যান্ড বাইরে চলে গেলে সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে নিজের সার্ভে এস মেরে ম্যাচ শেষ করেন মার্কিন তারকা।সেমিফাইনালে শেলটনের প্রতিপক্ষ স্বদেশীয় ফ্রান্সিস টিয়াফো, যিনি মঙ্গলবার অ্যালেক্স মিশেলসেনকে হারিয়ে শেষ চারে উঠেছেন। ঘরের মাঠে গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের স্বপ্ন এখন দুই মার্কিন তারকারই।

হকি জার্সিতে ফিরছে নীল গেরুয়া বিতর্কের অবসান

নয়া জামানা ঃ কিছুদিন আগে হকি বিশ্বকাপের সময় ভারতীয় দলের জার্সি নিয়ে চূড়ান্ত বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। নীল রং সরিয়ে জার্সির প্রধান রং গেরুয়া করা নিয়ে সমালোচনার ঝড় ওঠে, এমনকি এই বদলের মধ্যে রাজনীতির গন্ধও খুঁজে পান অনেকে। তবে হকি ইন্ডিয়ার সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তে সেই বিতর্কের অবসান ঘটল বলে মনে করা হচ্ছে। ভারতীয় জার্সিতে আর প্রধান রং থাকছে না গেরুয়া, বরং নীল রংকেই ফিরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে হকি ইন্ডিয়া। আসন্ন ২০২৬ এশিয়ান গেমসের জন্য ভারতীয় অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন জানিয়েছে, দলের প্রথম পছন্দ নীল, আর গেরুয়া থাকবে দ্বিতীয় রং হিসেবে।হকি ইন্ডিয়ার কোষাধ্যক্ষ শেখর মনোহরণ জানান, আইওএ দলের কাছে কিটের পছন্দ জানতে চাইলে তারা প্রথমে নীল ও পরে গেরুয়াকেই বেছে নিয়েছে। এর আগে আগস্টে এফআইএইচ হকি বিশ্বকাপের প্রাক্কালে হকি ফেডারেশন জাতীয় দলের জার্সির মূল রং হিসেবে গেরুয়া চেয়েছিল, কারণ নীল টার্ফে নীল জার্সি পরলে দৃশ্যমানতার অসুবিধা হয় বলে জানানো হয়। খেলোয়াড় ও কোচদের পরামর্শে হলুদ ও কমলা রং বিবেচনা করার পর জাতীয় পতাকার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শেষমেশ গেরুয়া রং বাছা হয়েছিল।এই সিদ্ধান্তের পরই শুরু হয় তুমুল বিরোধিতা। ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক পরগত সিং, ধনরাজ পিল্লাইদের মতো ব্যক্তিত্বরা এর সমালোচনা করেন। ওড়িশার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নবীণ পট্টনায়ক এই বদলকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে অভিহিত করেন। পরে হকি ইন্ডিয়ার সভাপতি দিলীপ তীরকের একটি ব্যক্তিগত ইমেল প্রকাশ্যে আসে, যেখানে তিনি জানান, তাঁকে না জানিয়েই এই জার্সি বদলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল এবং সেটিকেই চূড়ান্ত বলে ঘোষণা করে দেওয়া হয়।বিশ্বকাপে ফলাফলও তেমন ভাল হয়নি। ভারতের পুরুষ দল অষ্টম ও মহিলা দল পঞ্চম স্থানে থেকে টুর্নামেন্ট শেষ করে,

যদিও নারী দলের এই ফল ইতিহাসে সেরা। ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্য দুই দলের কোচ, অধিনায়ক ও হকি ইন্ডিয়ার কর্মকর্তাদের সঙ্গে পর্যালোচনা বৈঠক করে ২০২৮ লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকে জায়গা নিশ্চিত করতে ২০২৬ এশিয়ান গেমসে মনোযোগ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

হার্দিকের ওয়ানডে প্রত্যাবর্তন অস্ট্রেলিয়ার দল ঘোষণা ভারতের

নয়া জামানা ঃ দীর্ঘ দেড় বছরের বিরতির পর অবশেষে একদিনের ক্রিকেটে ফিরছেন হার্দিক পান্ডিয়া। অস্ট্রেলিয়া এ দলের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে আসন্ন সিরিজের জন্য জোড়া স্কোয়াড ঘোষণা করেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড, আর সেই তালিকায় জ্বলজ্বল করছে দেশের অন্যতম সেরা পেস-বোলিং অলরাউন্ডারের নাম।পন্ডিচেরিতে আয়োজিত হতে চলা এই দ্বিপাক্ষিক সিরিজে প্রথমে দু'টি মাল্টি-ডে ম্যাচ, তারপর তিন ম্যাচের ওয়ান ডে সিরিজ খেলা হবে। সীমিত ওভারের দলে জায়গা পেলেও মাঠে নামার আগে হার্দিককে নিজের ফিটনেস প্রমাণ করতে হবে।২০২৫ সালের মার্চে দেশের হয়ে শেষবার একদিনের ম্যাচ খেলেছিলেন হার্দিক। চোট-আঘাতের কারণে ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টে বিশেষ নজর দিতে হয়েছে তাঁকে। আগামী বছর দক্ষিণ আফ্রিকায় হতে চলা ওয়ান ডে বিশ্বকাপের আগে এই ম্যাচগুলি তাঁর জন্য একপ্রকার অ্যাসিড টেস্ট, যেখানে তাঁর পারফরম্যান্সের দিকে কড়া নজর রাখবেন জাতীয় নির্বাচকরা।বোর্ডের বিবৃতি অনুযায়ী, নির্বাচক কমিটি পন্ডিচেরিতে দু'টি মাল্টি-ডে ও তিনটি ওয়ান ডে ম্যাচের জন্য ইন্ডিয়া এ স্কোয়াড বেছে নিয়েছে। আগামী ২২ সেপ্টেম্বর থেকে মাল্টি-ডে সিরিজ এবং ৬ অক্টোবর থেকে ওয়ান ডে সিরিজ শুরু হবে।নেতৃত্বে তারুণ্যের ছাপ স্পষ্ট। মাল্টি-ডে দলে অধিনায়ক দেবদত্ত পাড়িকল, সহ-অধিনায়ক সাই সুদর্শন। ওয়ান ডে দলের অধিনায়কত্বে ঋতুরাজ গায়কোয়াড়, সহ-অধিনায়ক দেবদত্ত। দুই দলেই সুযোগ পেয়েছেন কুমার কুশাগ্র।

ওয়ান ডে স্কোয়াডে হার্দিক ছাড়াও রয়েছেন প্রিয়াংশ আর্য, রজত পাটিদার, নিশান্ত সিন্ধু, বিপ্রজ নিগম, আর্শাদ খানসহ একঝাঁক তরুণ ক্রিকেটার, যাঁরা জাতীয় দলের দরজায় কড়া নাড়ছেন।

আম্পায়ারকে মায়ের দিব্যি ! তিলকের স্লেজিংয়ের বদলা, দলীপ ফাইনালে শিরোনামে বৈভব

নয়া জামানা ঃ দলীপ ট্রফির ফাইনালে ব্যাট হাতে যতটা না, তার চেয়ে বেশি চর্চায় ১৫ বছর বয়সি বৈভব সূর্যবংশী। কখনও তিলক বর্মাকে স্লেজিং করে বদলা নিচ্ছেন, তো কখনও মায়ের নামে শপথ করে আম্পায়ারকে রাজি করাচ্ছেন। ১৪ বছর পর দলীপ জয়ের মুখে দাঁড়িয়ে থাকা পূর্বাঞ্চলে মহম্মদ শামি ও মুকেশ কুমারের পাশাপাশি মাতিয়ে রেখেছেন এই কিশোর ব্যাটারই।প্রথম ইনিংসে ৭০৮ রান তোলে পূর্বাঞ্চল। জবাবে দক্ষিণাঞ্চল অলআউট হয়ে যায় মাত্র ৩৩৬ রানে। তৃতীয় দিনে পাটা পিচে তিলক বর্মাকে আউট করতে না পেরে বল বদলের আবেদন করেছিলেন শামি-মুকেশরা, অভিযোগ ছিল বোলাররা বলে অতিরিক্ত ঘাম ব্যবহার করছেন। আম্পায়ার আবেদন খারিজ করলে সহ-অধিনায়ক বৈভব প্রতিবাদ জানান; গলায় হাত দিয়ে শপথ নিয়ে বোঝান, ঘাম নয়, প্যান্টে বল ঘষছিলেন বোলার। মায়ের নামে শপথ করেই আম্পায়ারকে সত্যি প্রমাণ করার চেষ্টা করেন তিনি।চতুর্থ দিনে ৯৯ রানে আউট হন তিলক। সে সময় তাঁকে কাছে গিয়ে খোঁচা দিয়ে কিছু বলেন বৈভব, যদিও কথাগুলি স্পষ্ট জানা যায়নি। এটিকে অনেকে বৈভবের জবাব বলেই মনে করছেন, কারণ প্রথম দিন ভিডিওতে ধরা পড়েছিল তিলকের মন্তব্য ক্যায়া ইয়ার, ইয়ে ভাইস ক্যাপ্টেন?যা স্লেজিং হিসেবেই দেখা হয়েছিল।তবে গোটা ঘটনা ঘটেছে হালকা মেজাজেই। তিলক আউট হওয়ার পর বৈভবসহ পূর্বাঞ্চলের ক্রিকেটাররা তাঁকে সাবাশি জানান, কারণ একার লড়াইয়ে তিনি দলকে টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন। দক্ষিণাঞ্চল ৩৩৬ রানে গুটিয়ে যাওয়ায় পূর্বাঞ্চল পায় ৩৭২ রানের লিড, ফলে তাদের দলীপজয় এখন সময়ের অপেক্ষা। দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে অবশ্য মাত্র ৮ রানে আউট হন বৈভব।

ব্যালন ডিঅরের তালিকায়

মেসি-এমবাপে-কেন-হাল্যান্ড নেই রোনাল্ডো

নয়া জামানা ঃ গতকাল প্রকাশ পেয়েছে চলতি বছরের ব্যালন ডি'অরের মনোনীত ফুটবলারদের তালিকা। এবারের তালিকায় জায়গা করে নিয়েছেন হ্যারি কেন, কিলিয়ান এমবাপে, আর্লিং হাল্যান্ড ও আট বারের ব্যালন জয়ী লিওনেল মেসি। তবে তালিকায় নাম নেই ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর।

রিয়াল মাদ্রিদের কিলিয়ান এমবাপে এই মরশুমে ক্লাব পর্যায়ে কোনও ট্রফি না জিতলেও বিশ্বকাপে ফ্রান্সের হয়ে দুর্দান্ত পারফর্ম করেছেন। ১০ গোল করার পাশাপাশি বিশ্বকাপের ইতিহাসে সর্বোচ্চ গোলদাতার রেকর্ডও গড়েছেন তিনি, যার সুবাদে তালিকায় জায়গা পেয়েছেন।

বায়ার্ন মিউনিখ ও ইংল্যান্ডের হয়ে দুর্দান্ত মরশুম কাটিয়েছেন হ্যারি কেন। ক্লাব ও দেশের হয়ে মোট ৬৫ ম্যাচে করেছেন ৭৩ গোল, বায়ার্নকে জিতিয়েছেন বুন্দেসলিগা, জার্মান কাপ ও জার্মান সুপার কাপ, পাশাপাশি ইংল্যান্ডকে তুলেছেন বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে। নরওয়ের আর্লিং হাল্যান্ডও চমক দেখিয়েছেন;ম্যান সিটির জার্সিতে ৬৪ ম্যাচে ৫৮ গোলের পাশাপাশি বিশ্বকাপে করেছেন ৭ গোল। লিওনেল মেসি ক্লাব ফুটবলে ১৮ গোলের সঙ্গে আর্জেন্টিনার হয়ে বিশ্বকাপে করেছেন ৮ গোল। তালিকায় আরও আছেন জ্যুড বেলিংহ্যাম, গতবারের চ্যাম্পিয়ন উসমান দেম্বেলে ও লামিন ইয়ামাল।পাঁচ বারের ব্যালন ডি'অর জয়ী রোনাল্ডো কেরিয়ারে ১৮ বার মনোনীত হলেও ট্রফি জিতেছেন মাত্র পাঁচবার, যেখানে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী মেসি জিতেছেন আটবার।সেরা গোলকিপারের ইয়াসিন ট্রফির তালিকাতেও রয়েছে চমক। প্রথমবার বিশ্বকাপে জায়গা পাওয়া কেপ ভার্দের গোলরক্ষক ভোজিনহা সেরা দশে ঠাঁই পেয়েছেন। সঙ্গে আছেন স্পেনের উনেই সিমন, আর্জেন্টিনার এমিলিয়ানো মার্টিনেজ, মরক্কোর ইয়াসিন বোনো ও সেনেগালের এডুয়ার্ড মেন্ডি।প্রথমবারের মতো লন্ডনে অনুষ্ঠিত হবে ব্যালন ডিঅরের ৭০তম আসর, আগামী ২৬ অক্টোবর।

প্রথম ব্যালন ডি'অর জয়ী স্ট্যানলি ম্যাথিউজের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতেই এবার লন্ডনে আয়োজিত হচ্ছে অনুষ্ঠানটি।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।